১৭-০৪-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এমন কোনো গাফিলতি কোরোনা যাতে মায়া চড় মারতে সুযোগ পায়, যদি শ্রীমৎ অনুসারে না চলবে তাহলে মায়া চড় মেরে মুখ ঘুরিয়ে দেবে"

প্রশ্ন:- সূর্যবংশী রাজধানীতে এয়ারকন্ডিশন টিকিট প্রাপ্ত করার আধার কি, কিভাবে প্রাপ্ত হয় ?

উত্তর :- সূর্যবংশী রাজধানীতে এয়ারকন্ডিশন টিকিট প্রাপ্ত করতে প্রতিটি কদম শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। নিজের সবকিছু বাবার কাছে অর্পণ করতে হবে। যারা সম্পূর্ণ ভাবে অর্পণ করে তারা বিত্তবান হয়। সূর্যবংশী রাজধানী হল-ই এয়ারকন্ডিশন। তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল সূর্যবংশী পদ লাভ করা। বাকি পদ তো নম্বর অনুসারে আছেই ।

গান :- সে খুবই ভাগ্যবান যার ভাগ্যে তুমি আছ .....

ওম্ শান্তি। এই গীতের অর্থ তোমরা ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ বাচ্চারাই জানো। এখন তোমরা হলে সন্তান ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, তোমরা-ই দৈবী সম্প্রদায় হবে। বাচ্চাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, যদিও বেহদের বাবা সম্মুখে আছেন এবং বেহদের বর্সা প্রাপ্ত হচ্ছে। তাহলে বাকি আর কি চাই। ভক্তি মার্গ কখন থেকে আরম্ভ হয়েছে ! এই কথা তো কেউ জানেনা। ভক্তিমার্গের ভক্তজন ভগবানকে অথবা ব্রাইড, ব্রাইডগ্রুমকে স্মরণ করে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল এই যে - বাবাকে জানেনা। এমন কখনও দেখেছ ? সজনী নিজের সজনকে না চিনলে স্মরণ করবে কী করে ? ভগবান তো হলেন সবার পিতা তাইনা। বাচ্চারা নিজের পিতাকে স্মরণ করে কিন্তু পরিচয় না থাকলে স্মরণ করা সবই ব্যর্থ হয়ে যায় তাই স্মরণ করেও কোনো লাভ হয়না। স্মরণ করতে করতে কেউ মুখ্য উদ্দেশ্যটি প্রাপ্ত করতে পারেনা। ভগবান কে, ওঁনার থেকে কি প্রাপ্ত হয়, কিছুই জানেনা। এত সব ধর্ম আছে। ক্রাইস্ট, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম স্থাপক বা প্রিসেপ্টরকে সেই ধর্মের ফলোয়ার্সরা স্মরণ করে কিন্তু তাঁকে স্মরণ করলে কি লাভ হবে ! সেসব জানা নেই। এর চেয়ে তো দৈহিক শিক্ষা শ্রেষ্ঠ। মুখ্য উদ্দেশ্য টি বুদ্ধিতে থাকে তাইনা। বাবার কাছে কি প্রাপ্তি হয়, শিক্ষকের কাছে কি প্রাপ্তি হয় - সেসব তো বুঝতে পারে। গুরুর কাছে কি প্রাপ্তি হয় - এই অর্থ কেউ বুঝতে পারেনা। এখন বাচ্চারা তোমাদের নিশ্চয় আছে যে আমরা বাবার আপন হয়েছি। বাবা আমাদের পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতন এসে স্বর্গের মালিক করছেন অথবা শান্তিধামের মালিক করছেন। বাবা বলছেন প্রিয় বাচ্চারা তোমরা আমার কাছে নিজের বর্সা প্রাপ্ত করবে তো। সবাই বলে - হ্যাঁ বাবা কেন নেব না । আচ্ছা চন্দ্রবংশী রাম পদ-মর্যাদা নিতে রাজি হবে ? তোমাদের কি চাই ? বাবা তো উপহার এনেছেন। তোমরা সূর্যবংশী লক্ষ্মীকে বরণ করবে নাকি চন্দ্রবংশী সীতাকে ? রামের পূজারী কৃষ্ণের নাম শোনা পছন্দ করেনা। রামকে ত্রেতায় , কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। তারা ভাবে রাম বয়সে বড়। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয়। যেমন ছোট বাচ্চাদের ঝগড়া হয়, ঠিক তেমন।

বাবা বসে বোঝাচ্ছেন - হুবহু কল্প পূর্বে যেমন বোঝান হয়েছিল পুনরায় বোঝানো হচ্ছে। তোমরা আবার এসে বর্সা প্রাপ্ত করছ। তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বেহদের বর্সা প্রাপ্তি। সে বর্সা হল সূর্যবংশী রাজ্য পদ। সেকেন্ড গ্রেড হল চন্দ্রবংশী। যেমন এয়ারকন্ডিশন থেকে উঁচু কিছু হয়না । এয়ারকন্ডিশন , ফার্স্টক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস হয় কিনা। ঠিক সেরকম সত্যযুগের সম্পূর্ণ রাজধানী হল

এয়ারকন্ডিশন , তারপরে হল ফার্স্টক্লাস। তাই বাবা বলেন তোমরা এয়ারকন্ডিশন সূর্যবংশী রাজ্য পদ নেবে নাকি চন্দ্রবংশী ফার্স্টক্লাস পদ ? তার চেয়েও কম হল সেকেন্ড ক্লাসে নম্বর অনুযায়ী উত্তরাধিকারী হও তাহলে তোমরা পরবর্তিকালে এসে রাজ্য পদ প্রাপ্ত করবে। নাহলে থার্ডক্লাস প্রজা পদ। তাতেও টিকিট রিজার্ভ হয়। ফার্স্টক্লাস রিজার্ভ, সেকেন্ড ক্লাস রিজার্ভ। নম্বর অনুযায়ী গ্রেড হয় তাইনা। সুখ তো সেখানে আছেই। বাকি কম্পার্টমেন্ট আলাদা আলাদা আছে। বিত্তবান টিকিট নেবে এয়ারকন্ডিশনের । তোমাদের মধ্যে বিত্তবান কে ? যারা সবকিছু বাবাকে সমর্পণ করে। বাবা এই সবকিছু আপনার। ভারতেই মহিমা গায়ন হয়েছে। সওদাগর , রত্নাকর, জাদুগর ... এই সব মহিমা হল বাবার , কৃষ্ণের নয়। কৃষ্ণ তো বর্সা প্রাপ্ত করেন। সত্যযুগের প্রালব্ধ লাভ করেন। বাবার আপন হয়েছেন। প্রালব্ধ প্রাপ্ত করেন তাইনা। লক্ষ্মী নারায়ণ সত্যযুগে প্রালব্ধ ভোগ করেন। এখন তোমরা বাচ্চারা ভালো রকম জানো নিশ্চয়ই তারা অতীতে প্রালব্ধ প্রাপ্তির জন্যে পুরুষার্থ করেছেন তাইনা। ভারতের মহিমা অনেক, ভারতের মতন উঁচু দেশ আর অন্য নেই। ভারত হল পরম পিতা পরমাত্মার জন্ম ভূমি। এই রহস্য কারো বুদ্ধিতে নেই। সবাইকে অর্ধকল্পের জন্যে সুখ শান্তি পরমাত্মা-ই প্রদান করেন। ভারত হল এক নম্বর তীর্থ স্থান। কিন্তু গীতায় কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে, তাই ভগবানের মর্যাদা কম হয়েছে। তা নাহলে সব মানুষ ঐ পিতাকেই স্মরণ করত, অন্য কাউকে পুষ্প অর্পণ করত না। সর্বের পতিত পাবন পিতা, ওঁনার মন্দির আছে সোমনাথ মন্দির। শিবের কাছেই সবাই এসে মাথা নোয়ায়। কিন্তু ড্রামা অনুযায়ী এক পিতাকে ভুলেছে তাই সৃষ্টির এমন দুরবস্থা হয়, সেজন্যেই শিববাবা সৃষ্টিতে আসেন। কেউ তো নিমিত্ত হবে তাইনা। এখন বাবা বলেন অশরীরী হও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। আমি আত্মা কার সন্তান , একথা কেউ জানেনা। আশ্চর্য কিনা। বলেও সবাই ও গড ফাদার, দয়া করুন। শিব জয়ন্তীও পালন হয় কিন্তু তিনি কবে এসেছিলেন , সেকথা কারো জানা নেই। এই হল পাঁচ হাজার বছরের কথা, বাবা স্বয়ং এসে নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। সত্যযুগের আয়ু কোনো লক্ষ বর্ষ হয়না।

বাবা বাচ্চাদের কত সহজ করে বোঝান - শুধু স্মরণ করো, গৃহস্থে থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকো। বিষ্ণুকে সব অলঙ্কার দেওয়া হয়েছে। শঙ্খও দেওয়া হয়েছে, পদ্ম ফুলও দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে দেবতাদের এই অলঙ্কার থোড়াই দেওয়া হয়েছে । এই হল কত গুহ্য গম্ভীর কথা। অলঙ্কার গুলি হল ব্রাহ্মণ আত্মাদের কিন্তু ব্রাহ্মণদের কিভাবে দেওয়া যাবে। আজ যে ব্রাহ্মণ , কাল শুদ্র হয়ে যায়। ব্রহ্মাকুমার থেকে শুভ্র কুমার হয়ে যায়। মায়া একটুও দেরি করেনা। যদি কেউ গাফিলতি করে , বাবার শ্রীমৎ অনুসারে না চলে, বুদ্ধি খারাপ হয় তো মায়া এসে চড় লাগিয়ে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। মানুষ রেগেমেগে বলে কিনা - এক চড়ে মুখ ঘুরিয়ে দেব। মায়াও হল তেমনই। বাবাকে ভুলে গেলেই মায়া এক সেকেন্ডে চড় লাগিয়ে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। যেমন এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয় , তেমনই এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি শেষ করে দেয়। কত ভালো ভালো আত্মাদের মায়া ধরে নেয়। মায়া দেখে যে কোথায় এই আত্মা গাফিলতি করছে তখনই চট করে চড় লাগিয়ে দেয়। বাবা তো বাচ্চাদের মুখ ঘোরাচ্ছেন পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ার দিকে।

কোনো লৌকিক পিতা গরিব হয়, পুরানো কুঁড়ে ঘরে থাকে, যখন নতুন ঘর বা বাড়ি তৈরি করে তখন বাচ্চারা বোঝে এবারে নতুন ঘরে থাকব। পুরানো ঘর ভাঙা হবে। তোমাদের জন্যে এখন বাবা স্বর্গ এনেছেন বা বৈকুন্ঠ এনেছেন। বলেন প্রিয় বাচ্চারা ... আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। এই চোখ দিয়ে বাচ্চারা বাবা তোমাদের দেখছেন। কাশ্মীরে ব্রাহ্মণ অনেক আছে। শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সেখানে

খাওয়ানো হয় , ব্রাহ্মণের ভিতরে আত্মাদের ডাকা হয় , এইসবই হল সাক্ষাৎকারের রহস্য। এমন নয় কোনো আত্মা বাইরে বেরিয়ে আসে। নিজেদের চেয়ে বয়সে বড়দের আত্মাকে ডাকা হয়। তাদের জন্যে সবকিছু তৈরি রাখা হয়। ভাবে অমুকের আত্মা আসবে। তারপর জিজ্ঞাসা করা হয় , আগেকার দিনে আত্মা এসে কথা বলত। তাকে জিজ্ঞাসা করা হত যে সে ভালো আছে কিনা ? আত্মা উত্তরে সব বলত। এসবও ড্রামা অনুসারে চলে। কখনো আত্মা বলে দিত অমুকের ঘরে জন্ম হয়েছে। এই সব সাক্ষাৎকারের নিয়ম ড্রামায় রয়েছে যা রিপিট হচ্ছে। বাকি আত্মারা কেউ আসেনা। আগেকার দিনে তো আত্মাদের টেবিলে ডাকা হত। বাবার সবরকম অনুভব আছে। এবারে টেবিলে আত্মা আসতে পারেনা। যে যা কিছু কর্ম করে সেসব ড্রামায় নির্দিষ্ট থাকে , সেই সবই হয়। ড্রামা কে খুব সুন্দর করে বুঝতে হবে। ভোগ অর্পণ করা হয়, আত্মাকে ডাকা হয়। এইসবই ড্রামায় নির্দিষ্ট রয়েছে। এতে সংশয়ের কোনো কথা নেই। নতুন লোকেরা না বোঝার ফলে বিভ্রান্ত হয়। বাবা হলেন জাদুগর কিনা। তিনি বোঝান আমিও ড্রামার বশে বশীভূত । এমন নয় ড্রামা ছাড়া কিছু করতে পারব। না। বাচ্চারা রোগগ্রস্ত হয় , এমন তো নয় আমি সুস্থ করে দেব , অপারেশনের পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করে দেব। না , কর্ম ভোগ তো সবাইকে ভোগ করতেই হবে। তোমার উপরে পাপের বোঝা আছে কারণ তোমরা হলে সবার চেয়ে পুরানো। সতোপ্রধান থেকে একেবারে তমোপ্রধান হয়েছ।

এখন বাচ্চারা তোমরা বাবাকে পেয়েছ, বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করা উচিত। তোমরা জানো কল্প কল্প আমরা ড্রামা অনুসারে বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করি। যারা সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী ঘরানার হবে তারা অবশ্যই আসবে। যারা দেবী দেবতা স্বরূপে ছিল তারা-ই শুদ্রে পরিণত হয়েছে তারা-ই আবার ব্রাহ্মণ স্বরূপে পরিণত হয়ে দৈবী সম্প্রদায় হবে। এইসব কথা বাবা ছাড়া কেউ বোঝাতে পারবেনা। বাচ্চারা বাবার প্রিয়। উনি বলেন তোমরা হলে আমার সেই কল্প পূর্বের সন্তান। আমি কল্প কল্প এসে তোমাদের পড়াই। কত আশ্চর্যের কথা ! নিরাকার ভগবানুবাচ শরীর দ্বারা-ই কথা বলবেন তাইনা। শরীর থেকে আলাদা হলে আত্মা কথা বলতে পারেনা। আত্মা ডিটাচ হয়ে যায়। এখন বাবা বকছেন অশরীরী হও। এমন নয় প্রাণায়াম ইত্যাদি করতে হবে। না। বুঝতে হবে আমি আত্মা, আমি অবিনাশী। আমার আত্মা ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ করেছে , ৮৪ জন্মের সেই পার্ট ভরা আছে। বাবা নিজে বলেন আমার আত্মাও যে পার্ট করে সেসব পার্টও ভরা আছে। ভক্তিমার্গে সেই পার্ট চলে। কেউ মদ্য পান না করলে সে স্বাদ জানবে কিকরে। জ্ঞানও যদি না গ্রহণ করা হয় তবে জ্ঞানের মর্ম জানবে কিকরে। জ্ঞান দ্বারা-ই সদগতি হয়। বাবা বলেন আমি হলাম সর্বজনের সদগতি দাতা। সর্বদয়া লিডার কিনা। কত রকমের হয় ! বাস্তবে সর্বজনকে কেবল মাত্র বাবা-ই দয়া করেন। সবাই বলে যে ভগবান দয়া করুন। তাই তিনি সবার উপরে দয়া করেন। বাকি সবাই নিজের উপরে দয়া করে। বাবা তো সম্পূর্ণ দুনিয়াকে সতোপ্রধান করেন। তাতে তত্ব ইত্যাদিও এসে যায়। এই কর্তব্য কেবল পরমাত্মার। সুতরাং সর্বদয়া কথার অর্থ কত বিশাল , সর্বজনের উপরে দয়া। স্বর্গের স্থাপনায় কেউ দুঃখে থাকেনা। সেখানে সবকিছু একনম্বর আসবাব , বৈভব ইত্যাদি । দুঃখদায়ী জীব অর্থাৎ মশা, মাছি ইত্যাদি কিছুই থাকেনা। এখানে ধনী জনের ঘর পরিষ্কার হয় ! কখনো মশা মাছি দেখবেনা। স্বর্গে কারো শক্তি নেই প্রবেশ করার এমন আবর্জনা সৃষ্টিকারী কোনো কিছুর প্রবেশ নেই। ন্যাচারাল ফুলের সুগন্ধে সুরভিত থাকে। সূক্ষ্ম বতনে শিববাবা তোমাদের শুবী-রস পান করান। এখন সূক্ষ্ম বতন তো নেই। এইসব হল সাক্ষাৎকার। বৈকুন্ঠে কত মিষ্টি ফলের বাগান থাকে ! সূক্ষ্ম বতনে থোড়াই বাগান থাকে। এই হল সবই সাক্ষাৎকার। এখানে বসে তোমরা সবাই

সাক্ষাৎকার কর। গানও আছে ফার্স্টক্লাস। তোমরা জানো আমরা বাবাকে পেয়েছি, আর কি চাই! বেহদের বাবার কাছে বেহদের বর্সা প্রাপ্ত করি তাই বাবাকে স্মরণ করা উচিত। বাবার মতামত হল বিখ্যাত। শ্রীমতের দ্বারা আমরা শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম হব।

সন্ন্যাসীর বলে এই সুখ হল কাক-বিষ্ঠা সম সুখ। কিন্তু তাদের জানা নেই যে সত্যযুগে সদাকালের সুখ ছিল। শৈশবে এরা হলেন রাধা-কৃষ্ণ, তাঁদের দৈবী কার্যকলাপ ইত্যাদি কিছু নেই (কারণ তাতে হল শিশু) । স্বর্গের শিশুরা হয়ই শ্রেষ্ঠ। হয়তো মুরলী দ্বারা ডান্স ইত্যাদি করবে । বাকি জ্ঞান ইত্যাদি শোনাবে না । শ্রীকৃষ্ণকে মুরলী দেওয়া হয়েছে তবে মা সরস্বতী কোথায় গেলেন। সরস্বতীকে সেতার দেওয়া হয়েছে তার মানে তিনি হলেন বয়সে বড় তাইনা ! এইসব হল ভক্তিমার্গ, পুতুল খেলা। দেবী দেবতার মূর্তি বানিয়ে , পূজো করে জলে ডুবিয়ে দেয়। এই বিষয়ে তোমাদের একটা গীতও আছে, যাকে বলা হয় অন্ধ শ্রদ্ধা। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) প্রত্যেকে এই ড্রামার অন্তর্গত, এই ড্রামার কোনও সীন দেখে সংশয় বোধ করবেনা। ড্রামার প্রতিটি রহস্যকে ভালো ভাবে বুঝে অটল থাকতে হবে।

২) নিজেকে অবিনাশী আত্মা ভেবে এই শরীর থেকে ডিট্যাচ হয়ে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান :- বাবা প্রদত্ত অবিনাশী খাজানাকে মনন করে নিজের আপন করে সর্বদা আনন্দিত, সর্বদা নিশ্চিন্ত হও

ব্যাখা: বাচ্চারা তোমাদের মনন বা স্মরণ করার চিত্র ভক্তিমার্গে বিষ্ণু রূপে দেখানো হয়েছে। সাপকে শয্যায় পরিণত করা অর্থাৎ বিকার অধীনস্থ হয়ে গেছে । মায়াকে পরাজিত করার, যুদ্ধ করার কোনো চিন্তা নেই , সর্বদা মায়াজিত অর্থাৎ নিশ্চিন্ত। রোজ জ্ঞানের নতুন নতুন পয়েন্ট স্মরণে রেখে মনন করো তাহলে খুব আনন্দ অনুভব হবে, সর্বদা আনন্দে থাকবে কারণ বাবার দেওয়া খাজানা মনন করলে আপন অনুভব হয়।

স্লোগান - স্ব-পরিবর্তক হল সে যার মনে সর্বদা এই শুভ ভাবনা ইমার্জ থাকে যে বদলা নয় বরং বদল করে অর্থাৎ পরিবর্তন করে দেখাতে হবে ।